সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭৬
WEEKLY BOOKLET:376

খোদাভীরুদের নামায

সর্বক্ষণ মুচকি হাস্যকারী বুযুর্গ ০৭

তাড়াতাড়ি নামায আদায় করার কারণে কী হয়? ০৯

সাধারণ লোক কোন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করবে? ১৭

বরের নামায (ঘটনা) ১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

খোদাভীরুদের নামায[১]

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ **"খোদাভীরুদের নামায"** এই পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার সত্যিকার ভয় দান করে তাকে তার মাতাপিতা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭ পৃ:, হাদিস: ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের তিনটি হাতিয়ার (ঘটনা)

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাইলের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে শয়তান প্ররোচনা দেয়ার খুবই

১. এই বিষয়গুলো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "ফয়যানে নামায" এর ৩৫৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬২ এবং ৩৬৭ - ৩৭৪ থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

অপচেষ্টা করলো কিন্তু সফলকাম হলো না, একদিন সেই বুযুর্গ তাঁর প্রয়োজনে বের হলে শয়তানও তার পিছু নিলো, সে আকাংখা ও রাগের মাধ্যমে প্ররোচনা দিতে চাইলো, কিন্তু কিছু হলো না, অতঃপর সে তাকে ভয় দেখানোর জন্য পাহাড় থেকে একটি পাথর ফেলে দিল, বুযুর্গ আল্লাহ পাকের যিকির করা শুরু করলেন তো সেই পাথরটি দূরীভূত হয়ে গেলো, এরপর আবারও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য সে বাঘ এবং অন্যান্য প্রাণীর রূপ ধারণ করলো, তিনি পূনরায় আল্লাহ পাকের যিকির করা শুরু করলেন আর সেটার দিকে ভ্রক্ষেপ করলেন না, যখন সেই বুযুর্গ নামায পড়া আরম্ভ করলেন তখন শয়তান সাপের আকৃতি ধারণ করে তার পায়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে শরীরের সাথে জড়িয়ে গেলো, যখন বুযুর্গ সিজদার জন্য মাথা রাখলেন তখন সাপটি তার মুখ খুলে দিলো যেনো তার মাথাটি গিলে ফেলতে পারে, বুযুর্গ সেটাকে সরিয়ে যমিনে সিজদা করলেন, নামায পরিপূর্ণ করে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। শয়তান (তার আসল আকৃতি নিয়ে) তার সামনে এলো আর বলতে লাগলো: আমি আপনাকে ধোঁকা দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি, আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, ভবিষ্যতে আপনাকে আর কখনো প্ররোচনা দিবো না। বুযুর্গ বললেন: তুমি আজকে আমাকে ভয় লাগানোর অনেক চেষ্টা করেছো কিন্তু আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আমি ভয় পাইনি, আমার তোমার সাথে বন্ধুত্ব করার প্রয়োজন নেই। শয়তান বললো: আপনি কি আমার নিকট আপনার পরিবারের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আপনার অনুপস্থিতিতে তাদের সাথে কি ঘটে! বুযুর্গ বললো: আমি তাদের আগেই মরে গেছি (অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নেই), সে বললো: আপনি এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি

www.dawateislami.net

মানুষকে কিভাবে প্ররোচনা দিই: (১) কৃপণতা (২) রাগ ও (৩) নেশা। মানুষ যখন কৃপণতায় আসক্ত হয়ে যায় তখন আমি তার সম্পদ তার চোখে সামান্য করে দেখাতে শুরু করি, এইভাবে (নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার মোহে পড়ে) সে তার সম্পদের শরয়ী হকসমূহ আদায় করা থেকে দূরে থাকে বরং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করে বসে। আর যখন মানুষ রাগান্বিত হয় তখন আমি তার সাথে এমনভাবে খেলি বাচ্চারা যেমনিভাবে বল (Ball) দিয়ে খেলে। যদিওবা (সে এমন নেককার লোক হয়) যে, তার দোয়া দ্বারা মৃত জীবিত হয়ে যায় তা সত্ত্বেও আমি সেই রাগি লোক থেকে হতাশ হই না, কেননা একদিন না একদিন সে রাগের বশীভূত হয়ে এমন কথা বলে দিবে যেটার ফলে তার আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে আর যখন মানুষ নেশা করা শুরু করে দেয় তখন তাকে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী যেই গুনাহের দিকে চাই সেদিকে টেনে নিয়ে যাই যেমনিভাবে ছাগলকে কান ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। **(তাম্বিহুল গাফিলীন, ১১০ পৃ:)**

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, শয়তান মানুষকে প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে ইবাদত থেকে দূরে রাখার অপচেষ্টা করে থাকে কিন্তু নেককার ও একনিষ্ঠ বান্দাগণ আল্লাহ পাকের সাহায্যে তার ফাঁদ থেকে বেঁচে যায়। এটাও বোঝা গেলো যে, কৃপণতা, রাগ ও নেশা শয়তানের তিনটি নিকৃষ্ট অস্ত্র যা দ্বারা সে মানুষকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করে থাকে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত শয়তানের ঐসব হাতিয়ারগুলোকে ব্যর্থ করে দেয়া।

কোমর তুড়ি হে ইসিঁয়া নে দাবায়া নফস ও শয়তাঁ নে
না করনা হাশর মে রুসওয়া মেরা রাখনা ভারম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হায়! যদি কান্না করতে করতে নামায পড়া নসিব হতো

নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরিমার জন্য হাত উঠানোর সময় হায়! যেনো এই কল্পনা হয় যে, আল্লাহ পাককে দেখছি। অথবা কমপক্ষে এই ধারণা যেনো সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন আর আমি একটি মূহুর্তের জন্যও তাঁর থেকে গোপন নয়। সৌভাগ্যক্রমে! নামাযের কিয়ামের মধ্যে লজ্জায় মাথা অবনত থাকতো, উভয় কাঁধ ভয়ে থর থর করে কম্পন করতো, চেহারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করতো, অন্তরে বিনয়ী ভাব হতো আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেটার বহিঃপ্রকাশ হতো এমনকি চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো এবং রুকু ও সিজদায় তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে থাকতো এবং সিজদায় এই বিশ্বাসও থাকতো যে, এখন আমি আল্লাহ পাকের খুবই নিকটে রয়েছি, যেমনটি রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "বান্দা সিজদার মধ্যেই আল্লাহ পাকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকে।" **(মুসলিম, ১৯৮ পৃ:, হাদীস: ১০৮৩)** কিন্তু এসব অবস্থাদি তখন সৃষ্টি হবে যখন অন্তর দুনিয়াবি অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অন্তরে এই খেয়াল আসবে যে, আল্লাহ পাক দেখছেন আর হিসাব দেয়ার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি হবে এবং মস্তিষ্কে আখিরাতের চিন্তাধারা বিদ্যমান থাকবে।

বক্ষ মুবারক হাঁড়ির মতো টগবগ করতো

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নামায আদায় করতেন তখন তাঁর বক্ষ মুবারক হাঁড়ের মতো টগবগ করতো।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৫০১ পৃ:, হাদীস: ১৬৩২৬)

www.dawateislami.net

রং হলুদ বর্ণের হয়ে যেতো (ঘটনা)

নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন অযু করতেন তখন রং মুবারক হলুদ হয়ে যেতো। পরিবারের লোকরো জিজ্ঞাসা করলো: অযু করার সময় আপনার কি হয়ে যায়? বললেন: "তোমরা কি জানো না কার আলীশান দরবারে উপস্থিত হবো!"

(আয যুহুদ লি ইমামি আহমদ, ৩৬৩ পৃ:, হাদীস: ২১৩৮)

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো (ঘটনা)

যখন নামাযের সময় হতো মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেতো, জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আমীরুল মু'মিনীন! কি হলো? বললেন: সেই আমানত আদায় করার সময় এসে গেছে যেটা আল্লাহ পাক যমিন ও আসমান এবং পাহাড়ের উপর পেশ করেছেন তো তারা সেটাকে গ্রহন করতে অস্বীকার জানালো এবং ভয় পেলো আর আমি (অর্থাৎ মানুষ) সেটাকে গ্রহণ করেছি।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২০৬ পৃ:)

হযরত ইয়াহইয়া عَلَیۡہِ السَّلَام প্রচুর কান্না করতেন

আল্লাহ পাকের সত্য নবী, নবী ইবনে নবী হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া عَلَیۡہِ السَّلَام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন (খোদাভীতিতে) এতো পরিমাণ কান্না করতেন যে, বৃক্ষ ও মাটির ঢিলাও তাঁর সাথে কান্না করতো। হযরত ইয়াহইয়া عَلَیۡہِ السَّلَام এইভাবে অনবরত অশ্রু প্রবাহিত করতে থাকতেন, এমনকি চোখের পানির কারণে তাঁর চেহারা মুবারক

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ গালের) উপর ক্ষত হয়ে গেলো, তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আঘাতের উপর ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিতেন, তা সত্তেও যখন তিনি দ্বিতীয়বার নামাযের জন্য দাড়াতেন তখন পুনরায় কান্না শুরু করে দিতেন, যার ফলে সেই মোটা কাপড়টি ভিজে যেতো। যখন আম্মাজান সেটাকে শুকানোর জন্য নিংড়াতেন এবং তিনি তাঁর চোখের পানি তাঁর মায়ের বাহুর উপর দিয়ে বেয়ে পড়তে দেখতেন তো আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করতেন: "হে আল্লাহ পাক! এগুলো আমার চোখের পানি, ইনি আমার আম্মাজান আর আমি তোমার বান্দা আর তুমি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৫ পৃ:)**

ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কান্নার আওয়াজ (ঘটনা)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পেছনে নামায আদায় করি, আমি তিন কাতার পেছন থেকে তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনেছি।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৮৮ পৃ:, হাদীস: ১৩৪)

জাহান্নামের নকশা ভেসে উঠে

হযরত বিশর বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখনই ফরয নামাযে দন্ডায়মান দেখতাম তখন তাঁর চোখের পানি দাড়ি মুবারক দিয়ে বেয়ে পড়তে দেখতাম। হযরত ইসহাক বিন ইব্রাহীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে দেখতাম আর চাটাইয়ের উপর তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার আওয়াজ শুনতাম। হযরত আবু আব্দুর রহমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করলাম: হে আবু মুহাম্মদ! আপনি

www.dawateislami.net

নামাযের মধ্যে কান্না করেন কেন? তিনি বললেন: হে ভাতিজা! এটা কেন জিজ্ঞেস করছো? আমি আরয করলাম: হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে উপকৃত করবেন, ইরশাদ করলেন: আমি যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হই তখন জাহান্নামের নকশা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ২১/২০৩ পৃ:)**

সর্বক্ষণ ক্রন্দনকারী বুযুর্গ

হযরত সুফইয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন হযরত সাঈদ বিন সায়িব তায়েফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কখনই কান্না থামতো না, সব সময় কান্না করতে দেখা যেতো। নামায আদায় করলে কান্না করতেন, তাওয়াফ করলে কান্না করতেন, বসে বসে কুরআন পড়লে কান্না করতেন, তাঁর সাথে আমার যখনই রাস্তায় দেখা হতো তখনও কান্না করতে দেখতাম। এক ব্যক্তি তাঁকে সব সময় কান্না করার কারণে তিরস্কার করলো (অর্থাৎ মন্দ বললো) তো তিনি কান্না করে দিলেন আর (বিনয় সহকারে) বলতে লাগলেন: তোমার (আমার কান্না করার কারণে নয় বরং) আমার গুনাহ ও অবাধ্যতার প্রতি নিন্দা করা উচিত কেননা এই দুইটি (অর্থাৎ গুনাহ ও অবাধ্যতা) আমার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই ব্যক্তিটি যখন এটা শুনলো তো তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। **(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/২১৫ পৃ:, হাদীস নং: ২৪২)**

নামাযে কান্না করার শরয়ী মাসআলা

নামাযের মধ্যে ব্যথা বা মুসিবতের কারণে এই শব্দাবলি আহ, উহ, উফ, তুফ বের হয়ে গেলো অথবা আওয়াজ করে কান্না করার ক্ষেত্রে শব্দের সৃষ্টি হয়ে গেলো তো নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদি কান্না করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অশ্রু বের হয় আওয়াজ ও শব্দ বের না হয় তবে অসুবিধা নেই।

www.dawateislami.net

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১০১ পৃ:, রদ্দুল মুহতার, ২/৪৫৫ পৃ:) যদি নামাযের মধ্যে ইমামের তিলাওয়াতের আওয়াজের কারণে কান্না করতে থাকে এবং "আরে", "জী", "হ্যাঁ" মুখ দিয়ে অনিচ্ছায় বের হয়ে গেলো তো কোন অসুবিধা নেই কেননা এটি একাগ্রতার কারণে বের হয়েছে আর যদি ইমামের সুললিত কণ্ঠের কারণে এই শব্দাবলি বলে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৫৬ পৃ:)

তু ডর আপনা ইনায়াত কর রেহে ইস ডর ছে আখেঁ তর
মিটা খউফে জাহাঁ দিল ছে মিটা দুনিয়া কা গম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়া হয় তার অর্থ মুখস্ত থাকা

একাগ্রতা অর্জন করার জন্য নামাযের মধ্যে পঠিত সূরাসমূহ ও আযকারে নামায যেমন সানা, সূরা ফাতেহা, রুকু ও সিজদার তাসবীহ ও দরুদ শরীফ ইত্যাদির অর্থ মুখস্ত থাকা উচিত যাতে বুঝতে পারে যে, আপন প্রতিপালকের নিকট কি আরয করছে। আয়াত ও দোয়ার অর্থ যদি মুখস্ত থাকে তবে মনোযোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে আর اِنْ شَآءَ الله পরিপূর্ণরুপে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য নসিব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

ডানে বামে কে সেটার খেয়াল থাকতো না

হযরত হাকাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বিষয়টি নামায পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত যে, তোমার জানা না থাকা যে, তোমার ডানে ও বামে কে আছে। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১/৪৯২ পৃ:, হাদীস: ১৫)

www.dawateislami.net

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: নামাযের মধ্যে একাগ্রতা হলো এটা যে, নামাযী তার ডানে ও বামের ব্যক্তিকে না চেনা। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যখন থেকে আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর এই বাণীটি শুনেছি, চল্লিশ বছরের কাছাকাছি আমি নামাযের মধ্যে আমার ডানে - বামের ব্যক্তি কে সেটা জানি না।"

(ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৩/১৮১ পৃ:)

নামাযোঁ মে এইসা গুমা ইয়া ইলাহী
না পাও মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাড়াতাড়ি পড়ার কারণে নামাযের রুহ চলে যায়

রুকু, সিজদা, কওমা ও জলসা ইত্যাদি ধীরে স্বস্তিরে আদায় না করা হয় তো কোনভাবেই একাগ্রতা ও বিনয়ীভাব সৃষ্টি করা সম্ভব না কেননা তাড়াহুড়ো করার কারণে নামাযের রুহ চলে যায়।

নামায আদায়ে তাড়াহুড়া

আফসোস! বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক মানুষ নামায পড়ে থাকে আর যারা পড়ে তাদের মধ্যেও অনেকে খুবই তাড়াহুড়ো করার কারণে নিজেদের নামাযসমূহ নষ্ট করে বসে। তাড়াহুড়ো করে ভুল নামায আদায়কারীকে নামায চোর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সে যে নিজের নামাযের মধ্যে চুরি করে।"

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন ব্যক্তি নিজের নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করতে পারে?" তখন তিনি বললেন: "সে সেটার রুকু সিজদা পরিপূর্ণ আদায় করে না।" অথবা বললেন: "সে রুকু সিজদায় নিজের পিঠ সোজা করে না।" **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/৩৮৬ পৃ:, হাদীস: ২২৭০৫)**

সম্পদের চোরের চেয়ে নামায চোর নিকৃষ্ট

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "বোঝা গেলো সম্পদের চোরের চেয়ে নামায চোর নিকৃষ্ট কেননা সম্পদের চোর যদিও শাস্তি পায় তবুও (চুরির মাল থেকে) কিছু না কিছু উপকৃত হয় কিন্তু নামায চোর পুরোটাই শাস্তি পাবে তার জন্য উপকারের কোন সুযোগ নেই। সম্পদ চোর "বান্দার হক" নষ্ট করে আর নামায চোর "আল্লাহ পাকের হক" বিনষ্ট করে।" এই অবস্থাদি তাদের যারা অসম্পূর্ণভাবে নামায আদায় করে থাকে, এর দ্বারা ঐসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন যারা মোটেও নামায পড়েন না।" **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৭৮ পৃ:)**

মন্দ মৃত্যুর শাস্তি

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, নামাযের মধ্যে রুকু সিজদা পরিপূর্ণ আদায় করছে না তো তাকে বললেন: "তুমি নামায আদায় করো নাই আর যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও তবে হযরতে মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তরিকার উপর তোমার মৃত্যু হবে না।" **(বুখারী, ১/২৮৪ পৃ:, হাদিস: ৮০৮)** নাসায়ি শরীফের রেওয়ায়েতে এটাও রয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কখন থেকে এইভাবে

www.dawateislami.net

নামায পড়ছো? সে বললো: চল্লিশ বছর ধরে, তখন তিনি তাকে বললেন: "তুমি চল্লিশ বছর ধরে কোন নামাযই পড়ো নাই আর যদি এই অবস্থায় তোমার মৃত্যু চলে আসে তবে দ্বীনে মুহাম্মদীর উপর তোমার মৃত্যু হবে না।" **(নাসায়ি, ২২৫ পৃ:, হাদীস: ১৩০৯)**

কাকের মতো ঠোকর মারিও না

হযরত আব্দুর রহমান বিন শিবল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে ও হিংস্র পশুদের মতো হাত বিছাতে নিষেধ করেছেন। **(আবু দাউদ, ১/৩২৮ পৃ:, হাদিস: ৮৬২)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

অর্থাৎ সিজদাকারীর সিজদা এমন দ্রুততার সাথে না করা যেমন কাক যমিনের উপর ঠোকর মেরে তৎক্ষণাৎ উঠিয়ে নেয় আর সিজদার মধ্যে কনুই যমিনে না লাগানো যেমন কুকুর, সিংহ ইত্যাদি বসার সময় লাগিয়ে থাকে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৮৭ পৃ:)**

দ্রুত নামায আদায়কারীর উদাহরণ

হযরত আবু মূসা আশআরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যে ব্যক্তি রুকু পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না আর সিজদার মধ্যে (শুধুমাত্র ঠোকর) মারে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো যে একটি বা দুইটি খেজুর খেলে সেটা তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না। **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১/১৯৯ পৃ:, হাদীস: ৭)**

www.dawateislami.net

দুইবার নামায পড়ালেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে আসলো, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদের এক কোণায় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ব্যক্তিটি নামায পড়লো আর নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাম করলো, তাকে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: وَعَلَیۡکُمُ السَّلَام, ফিরে যাও, তুমি নামায পড়ো নাই! সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এরপর এসে সালাম পেশ করলো, তিনি বললেন: وَعَلَیۡکُمُ السَّلَام, ফিরে যাও পূনরায় নামায পড়ো তুমি নামায পড়ো নাই! সে দ্বিতীয় অথবা এরপরের বার আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: "যখন তুমি নামাযের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হবে তখন পরিপূর্ণ অযু করো অতঃপর কা'বার দিকে মুখ করো, এরপর তাকবীর বলো, অতঃপর যতটুকু কুরআন পড়া সহজ হয় ততটুকু পড়ে নাও এরপর রুকু করো এমনকি রুকুতে স্থির হয়ে যাও এরপর উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাও অতঃপর সিজদা করো এমনকি সিজদায় স্থির হয়ে যাও এরপর উঠে স্থির হয়ে বসে যাও এরপর সিজদা করো এমনকি স্থির হয়ে যাও অতঃপর উঠে স্থির হয়ে বসে যাও এরপর নিজের সকল নামাযের মধ্যে এরকমই করো।" **(বুখারী, ৪/১৭২ পৃ:, হাদীস: ৬২৫১)**

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য নামায (ঘটনা)

তাবেয়ী বুযুর্গ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সুন্নাতের উপর আমলের ভরপুর চেষ্টা করতেন। যখন তিনি

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফের শাসক ছিলেন ঐসময় নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ খাদিম হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরাক থেকে মদীনা শরীফ আসলেন তো হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পেছনে নামায পড়েন। তার হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায খুবই পছন্দ হলো, সুতরাং নামায পড়ার পর বললেন: مَارَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ مِنْ هٰذَا الْغُلَامِ অর্থাৎ আমি এই যুবকের চেয়ে বেশি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামাযের সাথে সাদৃশ্যতা আর কাউকে দেখিনি।” **(সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযিয লি ইবনিল জাওযী, ৩৪ পৃ:)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন চিশতি নিযামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আ’লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেরকম সতর্কতা অবলম্বন করে নামায আদায় করতেন, বর্তমান সময়ে সেটা আর দেখা যায় না। সব সময় আমার দুই রাকাত তাঁর এক রাকাত হতো আর অন্যান্য লোকেরা আমার চার রাকাতে কমপক্ষে ছয় রাকাত বরং অনেকে আট রাকাতও পড়ে নিতো। **(হায়াতে আ’লা হযরত, ১/১৫৪ পৃ:)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরাত.. মারহাবা!

একইভাবে নামাযে একাগ্রতা পাওয়ার জন্য তিলাওয়াত ধীরে ধীরে পাঠ করুন আর যেখানে যেখানে শরয়ীভাবে সুযোগ থাকে যেমন গভীর রাতে তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মধ্যে খুবই সুন্দর কণ্ঠে কুরআনে করীম পাঠ করুন। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইয়া'লা বিন মামলাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মুল মু'মিনীন, সমস্ত মুমিনদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন কিরাতের বর্ণনা দিলেন যেটার এক একটি হরফ স্পষ্ট ছিলো। **(নাসায়ি, ২৮৪ পৃ:, হাদিস: ১৬২৬)**

কুরআনে করীম অল্প পাঠ করুন তবে শুদ্ধ করে পড়ুন

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "মিরআতুল মানাজীহ" কিতাবে বলেন: অর্থাৎ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরাত খুবই আস্তে আস্তে ও পরিষ্কার ছিলো, যা দ্বারা প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে বোঝে আসতো এবং প্রতিটি শব্দের হুরুফ ح.ع.ز.ذ.ظ.ض স্পষ্টভাবে বোঝা যেতো। একটি শব্দ অন্য শব্দের সাথে সংমিশ্রণ হতো না, কুরআনে করীম তিলাওয়াতের নিয়ম হলো এটাই, বেশি পাঠ করার চেষ্টা করবেন না, (যদিওবা অল্প পাঠ করেন কিন্তু তা) শুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করুন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ২/২৪৭ পৃ:)

ভালো ক্বারী হলো সে যে আল্লাহ পাককে ভয় করে

হযরত তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, নবীয়ে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করা হলো: কোন ব্যক্তি

www.dawateislami.net

কুরআনে করীমের সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ও ভালো কিরাত পাঠকারী? বললেন: যে ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত শোনো তোমার অনুভব হয় যে, সে আল্লাহ পাককে ভয় করছে। **(দারামী, ২/৫৬৩ পৃ:, হাদীস: ৩৪৮৯)**

শ্রবণকারীদের পশম দাঁড়িয়ে যেতো

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখায় বলেন: এই হাদীসটি ঐসব হাদীসের ব্যাখ্যা যেগুলোর মধ্যে সুললিত কণ্ঠ, ভালো তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যথিত হৃদয়ে আদায়কৃত ও খোদাভীতি সম্পন্ন কিরাত উত্তম, আসল কণ্ঠ চিকন হোক বা মোটা। কতিপয় বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, তাঁদের কণ্ঠ মোটা ছিলো কিন্তু তাঁদের তিলাওয়াতে স্বয়ং তাঁদের ও শ্রবণকারীদের পশম দাঁড়িয়ে যেতো, হৃদয় কেঁপে উঠতো, আল্লাহ পাক এরকম তিলাওয়াত নসিব করুক। আমিন **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/২৭৪ পৃ:)**

কুরআনে পাকের তিলাওয়াত অবশ্যই অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কুরআনে করীমের একটি হরফ পাঠ করলে ১০টি নেকীর সাওয়াব অর্জন হয়, যেমন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে একটি নেকী পাবে যেটা দশটি নেকীর সমান হবে। আমি এটা বলছি না যে الٓمٓ একটি হরফ, বরং اَلِف একটি হরফ, لام একটি হরফ ও ميم একটি হরফ।"

(তিরমিযী, ৪/৪১৭ পৃ:, হাদীস: ২৯১৯)

www.dawateislami.net

প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ১০০টি নেকী

আমীরুল মু'মিনীন, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: যে (ব্যক্তি) নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ১০০টি নেকী রয়েছে আর যে নামাযের মধ্যে বসে তিলাওয়াত করবে তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ৫০টি নেকী রয়েছে আর যে নামায ব্যতীত অন্য সময়ে অযু সহকারে তিলাওয়াত করবে তার জন্য ২৫টি নেকী রয়েছে আর যে অযু বিহীন তিলাওয়াত করবে তার জন্য ১০টি নেকী রয়েছে এবং রাতের কিয়াম উত্তম কেননা ঐসময় হৃদয় বেশি অবসর থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬ পৃ:) (ইহইয়াউল উলুম, (উর্দু) ১/৮৩১ পৃ:)

অনেক ইসলামী ভাই খুবই দ্রুত গতিতে কুরআনে করীম পাঠ করে যাতে বেশি থেকে বেশি পরিমাণে পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে কিন্তু তিলাওয়াতের মধ্যে তাজভীদের কায়দা অনুসরণ করে না আর ভুল তিলাওয়াত করে থাকে, অথচ কুরআনে করীমের হরফসমূহ সঠিকভাবে তিলাওয়াত ও ভুল তিলাওয়াত থেকে বেঁচে থাকা ফরযে আইন, যেমন আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: "নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজভীদ যা দ্বারা হরফসমূহ সহীহভাবে আদায় হয় আর ভুল পড়া থেকে বেঁচে থাকা যায়, (এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা) ফরযে আইন।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/৩৪৩ পৃ:)

কুরআনে পাক ধীরে ধীরে পাঠ করা উচিত

পারা ২৯ সূরা মুযযাম্মিলের চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর কুরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "تَرْتِيْلًا" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "কুরআন মজীদ এইভাবে ধীরে ও আস্তে আস্তে পাঠ করো যেনো শ্রবণকারী এই আয়াত ও শব্দাবলি গণনা করতে পারে।" **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/২৭৬ পৃ:)** এমনকি ফরয নামাযে এইভাবে তিলাওয়াত করুন যেনো পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি হরফ বোঝা যায়, তারাবীর নামাযে মধ্যম পদ্ধতিতে আর রাতের নফল নামাযে এতটুকু দ্রুত গতিতে পড়া যেতে পারে যেটা সে বুঝতে পারে। **(দুররে মুখতার, ২/৩২০ পৃ:)** "মাদারিক" গ্রন্থে রয়েছে: " ধীরে স্বস্তিরে হুরুফসমূহ আলাদা আলাদাভাবে, ওয়াকফ (অর্থাৎ থামা ইত্যাদির আলামত) এর হেফাযত ও সমস্ত হারাকাত (অর্থাৎ যবর, যের, পেশ ইত্যাদি) আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ খেয়াল রাখা।"تَرْتِيْلًا" (অর্থাৎ খুবই ধীরে ধীরে) এই মাসআলার মধ্যে তাগিদ সৃষ্টি করছে যে, এই বিষয়টি তিলাওয়াতকারীর জন্য অত্যন্ত জরুরী।" **(তাফসীরে মাদারিক, ১২৯২ পৃ:, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/২৭৮-২৭৯ পৃ:)** (তারতীলের আহকাম জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ৬ খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ২৭৫ থেকে ২৮২ অধ্যয়ন করুন)

সাধারণ লোক মধ্যম পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করবেন

ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ৭ খন্ড, ৪৭৮ থেকে ৪৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে আস্তে ও মধ্যম গতিতে পড়ার ব্যাপারে খুব সুন্দর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এখানে সেটার সারাংশ সাবলীল ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করছি: যেসব লোক কুরআনে করীম পড়ার ক্ষেত্রে চিন্তা গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে না তাদের জন্য তিলাওয়াত করার ক্ষেত্রে মধ্যম পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করাই

www.dawateislami.net

উত্তম কেননা যতটুকু দ্রুত পাঠ করবে ততটুকু তিলাওয়াত বেশি হবে আর কুরআনে করীমের প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ১০টি নেকী রয়েছে, ১০০টির স্থলে ৫০০ হুরুফ পাঠ করবে তো হাজারের স্থলে পাঁচ হাজার নেকী মিলবে এবং প্রতিটি সাওয়াব বোধগম্য হওয়ার উপর নির্ভর নয়।

ঘটনা: হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে আল্লাহ পাকের যিয়ারত করেন তো আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! কোন জিনিসটি তোমার বান্দাদেরকে তোমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারে? বললেন: আমার কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম)। আরয করলেন: সেটাকে বুঝে পড়া ও নাকি না বুঝে? বললেন: (উভয় পদ্ধতিতে) বুঝে (পড়া) বা না বুঝে (পড়া)। (আরও বিস্তারিত দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ৭ খন্ড ৪৭৮ - ৪৭৯ পৃ:)

তিলাওয়াত কি তাওফিক দে ইয়া ইলাহী
গুনাহো কি হো দূর দিল ছে সিয়াহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা জরুরী

নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা অনেক জরুরী কেননা যে নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নামায ভঙ্গকারী বিষয়াদি ইত্যাদির জ্ঞান রাখে সে ভালোভাবে নামায পড়তে পারে আর যে নামাযের প্রয়োজনীয় মাসায়িল জানে না সে শুদ্ধভাবে কিভাবে নামায আদায় করতে পারবে! মনে রাখবেন! যার উপর নামায ফরয তার উপর নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানাও ফরয।

www.dawateislami.net

বরের নামায (ঘটনা)

হে আশিকানে রাসূল! খুবই কঠিন একটা সময় এসেছে, আমাদের বর্তমান মুসলমানদের এমন একটি সংখ্যাও পাওয়া যাবে যারা নামায পড়তেই জানে না, যেমন দাওয়াতে ইসলামীর একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো আমি করাচির একটি মসজিদের ইমাম। একরাতে ইশারের নামাযের পর মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্তবয়স্কদের) আমরা কিছু ইসলামী ভাই মসজিদে উপস্থিত ছিলাম তো একজন বর তার কিছু বন্ধুদের সাথে নিয়ে মসজিদে আসলো আর আমাকে বলতে লাগলো আমাকে নামায পড়িয়ে দিন। আমি উত্তর দিলাম আমি তো নামায পড়িয়ে ফেলছি আপনারা নিজে নিজে পড়ে নিন। সে পূনরায় বললো না আমাকে আপনিই নামায পড়িয়ে দিন তো এখন আমি তার কথা বুঝে গেলাম যে সে বলছে: আমি নামাযই পড়তে জানি না সুতরাং আপনি আমাকে সেই পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিন। আমি এক অভিজ্ঞ ইসলামী ভাইকে বললাম আপনি তাকে পদ্ধতি শিখিয়ে দিন তিনি তাকে পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন কিন্তু সেই ৩৪ বছর বয়সী বরের জানাই ছিল না যে, রুকু, সিজদা, আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি কাকে বলে আর তাতে কি পড়তে হয়? অতঃপর তাকে এক একটি বিষয় বোঝাতে হয় যে, হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নাভির নিচে বাঁধতে হয়, রুকু ও সিজদা এইভাবে করবেন, এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক একটি বিষয় তাকে বলে দেয়া হলো অথচ সেই বর ইশারের নামায পড়তে আসেনি বরং এজন্য এসেছিলো যে, তাদের বংশে বিবাহের সময় বরকে দুই রাকাত নফল (নামায) আদায় করার প্রচলন রয়েছে।

www.dawateislami.net

মসজিদ তো বানাদি শব ভর মে
ঈমাঁ কি হারারাত ওয়ালো নে
মান আপনা পুরানা পাপি হে
বরসো মে নামাযি বন না সাকা

“কবরের প্রথম রাত” নামক বয়ানটি জীবন বদলে দিয়েছে

হে আশিকানে নামায! নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়া করার অভ্যাস দূর করতে, নামাযের প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কে জানতে ও নামাযের মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি “মাদানী বাহার” উপস্থাপন করছি: যেমন ঢেহেরকী (জেলা ঘুটকি, সিন্দ) এর ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২৪ বছর) দুনিয়াদার প্রকৃতির যুবক ছিলো যে দ্বীনি বিষয়াদি থেকে দূরে ছিলো। না নামাযের প্রতি যত্নশীল ছিলো আর না রোযার প্রতি। খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা, সিনেমা নাটক দেখা তার স্বভাব ছিলো। মন্দ সংস্পর্শের কারণে মদও পান করতো। এরকম নষ্ট হয়ে যাওয়া লোকের নেকীর পথে ফিরে আসার মাধ্যম হয়েছে দাওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগ যে তাকে একক প্রচেষ্টায় বুঝিয়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিয়েছে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ইজতিমায় অংশগ্রহন করেছে। তার উপর সামান্য প্রভাব পড়েছে কিন্তু গুনাহের মধ্যে বন্দি থাকার কারণে সে দাওয়াতে ইসলামীর বেশি বরকত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত রইলো। অতঃপর কিছুদিন পর সেই ইসলামী ভাই তাকে আশিকানে রাসূলের সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিলেন যেটার উপর সে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়ে আল্লাহর

www.dawateislami.net

রাস্তায় সফর করলো। মাদানী কাফেলার মধ্যে একজন মুবাল্লিগ ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সের মানসিকতা দিলো আর তার এই কোর্সটি করার সৌভাগ্যও নসিব হয়ে গেলো। সে কোর্সের মধ্যে ফয়যানে মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিত হওয়া তিনদিনের তরবিয়্যতি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করারও সুযোগ মিলে, সে "কবরের প্রথম রাত" বয়ানটি শুনলো তো তার মন পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সে নিজের অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা পোশাক সাজিয়ে নেয়ার দৃঢ় নিয়্যত করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে একটি মসজিদে ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরান (সভাপতি) হিসেবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করার দায়িত্বও পেল।

তেরা শোকর মাওলা দিয়া দ্বীনি মাহোল
না ছুটে কভী ভী খোদা দ্বীনি মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net